যায়যায়দিন

তারিখ 18 FEB 2013
পৃষ্ঠা ... ১ম ... কলাম ... ৬ ...

ভিকারুননিসার পরিচালনা কমিটির বৈধতা প্রশ্নে হাইকোর্টের রুল

যাযাদি রিপোর্ট

ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিশেষ পরিচালনা কমিটিকে কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। রোববার এক আবেদনের প্রাথমিক শুনানি শেষে বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দার ও বিচারপতি মুহাম্মদ খুরশীদ আলম সরকারের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এই রুল জারি করেন।

আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে শিক্ষা সচিব,

● রুল ; পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

রুল : ভিকারুননিসার

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আইন সচিব, আইন মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (মতামত), ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ঢাকা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ও বিশেষ পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যানসহ ১২ জনকে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। আদালতে আবেদনের পক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট ইউনুস আলী আকন্দ। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আল আমিন সরকার।

পরে অ্যাডভোকেট ইউনুস আলী আকন্দ সাংবাদিকদের জানান, ২০০০ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা নোটিফিকেশনে রয়েছে যেসব প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত, সেসব প্রতিষ্ঠানে বিশেষ পরিচালনা কমিটি থাকতে পারবে না। কিন্তু ২০১২ সালের ৭ অক্টোবর শিক্ষা মন্ত্রণালয় আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত নিয়ে বিশেষ কমিটি গঠন করতে শিক্ষা বোর্ডে একটি আদেশ পাঠায়। ওই আদেশের পর শিক্ষা বোর্ড ১০ অক্টোবর ২ বছরের জন্য ৭ সদস্যের একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে। এতে রাশেদ খান মেননকে চেয়ারম্যান ও কলেজের অধ্যক্ষকে সদস্যসচিব করা হয়। বাকি ৫ জনের মধ্যে ৩ জন অভিভাবক প্রতিনিধি ও ২ জন শিক্ষক প্রতিনিধি করা হয়।

তিনি জানান, নিয়মিত পরিচালনা কমিটির মেয়াদ শেষে ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের নিয়ম রয়েছে। কিন্তু ২০১০ সালে নিয়মিত কমিটির মেয়াদ শেষে নির্বাচন না দিয়ে অ্যাডহক কমিটি দিয়ে কলেজ পরিচালনা করা হয়।

ইউনুস আলী বলেন, এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান যেহেতু বিশেষ পরিচালনা কমিটি দিয়ে পরিচালনার নিয়ম নেই, তাই এই কমিটি অবৈধ। এ কারণে গত ৩ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্টে রিট করা হয়। রোববার আদালত শুনানি করে এই রুল জারি করেন।